আনসারুল্লাহ বাংলা টিম

পরিবেশিত

বাংলায় অনূদিত আত-তিবয়ান পাবলিকেশন্সের বই

সতর্কতা, গোপনীয়তা এবং ধুম্রজালঃ
সতর্কতার মধ্যম পন্থা

লেখক শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসি

(আল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত করুন)

[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে আদেশ দিয়ে □□□□□-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا

হে ঈমানদাররা ! তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো , অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে কিংবা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অভিযানে বেরিয়ে পড়। (সূরা আন নিসা , আয়াত ৭১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ’য়ালা আরও □□□□-
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো , আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আন নিসা , আয়াত ১০২)

অতএব আল কুরআনের এ সব আয়াত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে , সতর্কতামুলক উপায় অবলম্বন করা , সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া , সাবধান থাকা এবং সতর্কতামুলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রয়োজনে বিশেষ কোন তথ্য অন্যের কাছ থেকে গোপন রাখা অবশ্যই শরিয়াহ সম্মত ; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ফরয বা আবশ্যক হয়ে দাড়ায়[1]।

---

[1] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহঃ বলেন বলেন জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে এটা শুধু বৈধই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে দ্বীনের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে বাহ্যিক বেশভূষা ও চালচলনে কাফেরদেরকে অনুকরণ করা বাধ্যতামুলক। বিষয়টির ব্যখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন , ‘কাফিরদের অনুকরণের বৈধতা প্রসঙ্গে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা সবই ছিল হিজরতের পূর্বে এবং পরবর্তীতে তা মানসুখ হয়ে গেছে ; কেননা তখন পর্যন্ত ইহুদীরা তাদের বেশ ভুষা , পোশাক পরিচ্ছদ , হেয়ার স্টাইল কিংবা প্রতীকিভাবেও মুসলমানদের থেকে আলাদা স্বকীয়তা প্রকাশ করতে তৎপর হয়ে ওঠেনি। অতঃপর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ , চালচলন ও বেশভুষা সকল ক্ষেত্রে কাফিরদের বিরোধিতা ও নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে চলার হুকুম আসলো হিজরতের পরে। আর মুসলিম জাতির মাঝে বিষয়টি ব্যপকভাবে বিষয়টি বিকশিত হয় ওমর রাঃ এর সময় থেকে। এ হুকুম হিজরতের পরে আসার কারণ হল দ্বীনের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া , জিহাদের আমল আরম্ভ করা , তাদেরকে নত করে তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করা ছাড়া কাফিরদের বিরোধিতা করে নিজেদের সম্পূর্ণ স্বকীয়তা বজায় রেখে চলা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। একারণে শুরুর দিকে মুসলিমরা যখন দুর্বল ছিল তখন তাদের উপর এ হুকুম আরোপ করা হয়নি। অতঃপর দ্বীন যখন স্ব মহিমায় নিজ প্রভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখনই কেবল এই হুকুম এসেছে।
বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে এর একটি উদাহরণ হল ; এখনকার সময়ে যদি কোন মুসলিম কোন দারুল হারবে কিংবা দারুল কুফুরে থাকে তাহলে তার উপর এটা ফরয নয় যে

আর একারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখার এমন কি তা সামরিক বিষয়াদি না হলেও। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘সতর্কতা অবলম্বন কর এবং লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য প্রার্থনা করো, কেননা যে ব্যক্তিই কোন অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয় তাকেই ঈর্ষার পাত্র হতে হয়।

2

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র শত্রুদের ব্যপারে সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে যে সব শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন এক্ষেত্রে তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি তামওয়ীহ শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল, মেকি, মিথ্যা ঘটনা সাজানো, জালিয়াতি; তিনি ব্যবহার করেছেন মুখাদা’য়াহ যার অর্থ হল বোকা বানানো, ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা করা ইত্যাদি আল্লাহ্র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্কতা বলতে নিছক স্পর্শকাতর তথ্য গোপন করাকেই বুঝাননি বরং এসব শব্দ তিনি প্রয়োগ করেছেন আগ বাড়িয়ে পরিকল্পিতভাবে শত্রু সেনাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ, মতবিরোধ ও বিভক্তি তৈরী, ফাটল ধরানো, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করার

বেশভূষা চালচলনে তাকে সকল ক্ষেত্রে কাফিরদের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে হবে; কেননা তার জন্য তা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। বরং দ্বীনী কল্যাণ থাকলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সাথে বাহ্যিকভাবে তাল মিলিয়ে চলা মুস্তাহাব, এমনকি অনেক সময় ওয়াজিবও হয়ে দাঁড়ায়; যদি এর মধ্যে দ্বীনী কল্যান থাকে। যেমন মুসলিমদেরকে তাদের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের মধ্যে গোয়েন্দাগিরী করা, এবং দ্বীনী দিক থেকে কল্যাণকর এমন যে কোন প্রয়োজনে। তবে তা’য়ালা যে দেশে তার দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন এবং কাফিরদের উপর অপমান ও জিযিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছেন সে দেশে প্রকাশ্যে কাফিরদের বিরোধিতা করা এবং সকল দিক থেকে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে চলা ওয়াজিব। (ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ১/৪১৮-৪১৯, তাহকীক শায়খ নাসীর আল আকল)
কারাবন্দি আপোষহীন মুজাহিদ নেতা শায়খ আব্দুল কাদের বিন আব্দুল আযিয (তাকে দ্রুত মুক্ত করুন) এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ‘এই গোপনীয়তা রক্ষার ব্যপারে ইসলামের নীতি শরিয়াতের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমানিত। এর দ্বারা সে সব লোকের বক্তব্যও বাতিল হয়ে যায় যারা দাবী করে যে ইসলামে গোপন সংগঠন করা বৈধ নয়। এটা খুবই দুঃখজনক দাওয়াহর কাজে নিয়জিত অনেক লোকেরাও গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যপারে বিরুপ মন্তব্য করে থাকে। তাদের এই বিরুপ মন্তব্য প্রমাণ করে যে পথে জিহাদ করার ব্যপারে তা’য়ালা প্রস্তুতি গ্রহণ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তার বাস্তবতা তারা মোটেই অনুধাবন করতে পারেনি। তা’য়ালা বলেন, ‘তারা যদি জিহাদের পথে বের হতে চাইত তাহলে তারা অবশ্যই কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখত। (সুরা আত তাওবা, আয়াত ৪৬) 2 ইমাম বায়হাকী তার শুয়াবুল ঈমান এবং ইমাম তাবরানী তার মু’জামুল কাবির গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন এবং ইমাম আলবানী তার সহীহ আল জামে ও সিলসিলাতুস সাহীহার মধ্যে হাদিসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

[redacted] [redacted] [redacted] [

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করবেন সে সম্পর্কে) অভিযান শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সব সময় ভুল তথ্য দিয়ে রাখতেন’।

তিনি তার সাহাবীদের মিশন এবং তার সেনা অভিযানের সফলতার লক্ষে যে সকল বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন তার মধ্যে অন্যতম হল কিতমান বা গোপনীয়তা রক্ষা। যেমন অনেক সময় তিনি কোন দিকে সেনা অভিযান প্রেরণ করতেন কিন্তু স্বয়ং সেই বাহিনীকেও বলতেন না যে তাদের গন্তব্যস্থান কোথায় ও লক্ষবস্তু কি, তিনি তাদেরকে একটি চিঠিতে তাদের গন্তব্য ও লক্ষবস্তুর কথা লিখে দিয়ে নির্দেশ দিতেন যে অমুক স্থানে না গিয়ে বা কোন নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যেন চিঠিটি না খোলা হয়।

এমনই একটি সেনা অভিযান ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাঃ এর নেতৃতে পরিচালিত সেই অভিযান যে অভিযানে আল হাদরামী নিহত হয়। এ ঘটনা আমাদেরকে স্পর্শকাতর সামরিক তথ্য গোপন রাখার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। এবং শুধু সাধারণ জনগণ নয় বরং স্বয়ং মুজাহিদদের থেকেও অপারেশন বা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তথ্য গোপন রাখার প্রমাণ রয়েছে।

4

অবিশ্বাস ও সন্দেহ করতে আরম্ভ করে, তাদের কোয়ালিশন ভেঙ্গে যায় এবং এভাবে তাদের নৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে ধুলোয় মিশে যায় এবং নাঈম বিন মাসউদ রাঃ এর পরিকল্পনা সফল হয়।
এভাবে গোয়েন্দাবৃত্তির ব্যবহারের আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় এই একই যুদ্ধে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাঃ কে এ কাজে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এ ধরণের সিদ্ধান্তকর মুহূর্তে যুদ্ধের ফলাফল নিয়ন্ত্রণে গোয়েন্দা তথ্যের ভুমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিরোধ যুদ্ধের এই পর্যায়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন যে তিনি হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাঃ এর বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন। তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে শত্রু শিবিরের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে রাতের আঁধারে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানকে তাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন।

4 রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নীতিই আধুনিক বিশ্বে নিরাপত্তা, গোয়েন্দা ও সামরিক বাহিনীতে principle of the need to know basis হিসেবে সবিশেষ পরিচিত, যার অর্থ হলো প্রত্যেক সদস্য কেবল ততটুকু জানবে যতটুকু তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য জানা প্রয়োজন। মুজাহিদদের জন্য নিরাপত্তা বিশ্লেষণধর্মী প্রতিষ্ঠান আবু যুবায়দা সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত Encyclopedia of Security তে এ বিষয়ে একটি বিশ্লেষণ রয়েছে, পাঠকদের জন্য আমি তার কিছু অংশ তুলে ধরছি-
‘নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানুষদেরকে তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যায়। এর প্রথম শ্রেণী হল যারা মুসলিম ও মুজাহিদ- (আর এখানে আমরা কেবল এই শ্রেণী সম্পর্কেই আলোচনা করব)- যারা দ্বীনের বিজয়ের জন্য সক্রিয়ভাবে হুকুম ও রসূলের সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করছে, এদের মধ্যে যে নীতি অবলম্বন করা বাধ্যতামুলক তা হল ‘কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যই প্রত্যেকে জানবে’। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘ইসলামের

এমন আর একটি ঘটনা হল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনা। যে ঘটনার সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সারসংক্ষেপ বিশ্লেষণ হল এমন যে-

১) তিনি এমন সময় আবু বকর রাঃ এর কাছে এসেছিলেন যে সময়ে তিনি সাধারনতঃ কখনো আসতেন না।

সম্পর্কে পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা যে রিপোর্ট করেছে তার সার সংক্ষেপ হলঃ ‘তিনি ছিলেন আল কায়েদার সেই সব সুচতুর নেতাদের অন্যতম যারা ছিলেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে, সাধারনতঃ কোথাও তার ছবি দেখা যেতনা। তিনি যখন তখন দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও তার গ্রেফতারের পূর্বে সি আই এ তাকে কখনই শনাক্ত করতে পারেনি। অবশেষে অনেক কাঠ খড় পোড়ানোর পর সি আই এ, এফ বি আই ও আই এস আই এর পরিচালিত এক যৌথ অভিযানে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের একটি এপার্টমেন্ট থেকে ২০০২ সালের ২৮ মার্চ ভোর রাত তিনটার সময় তিনি গ্রেফতার হন। লস এঞ্জেলস এয়ার পোর্টে হামলার দায়ে অভিযুক্ত রেসাম এর বক্তব্য মতে শায়খ আবু যুবায়দা ছিলেন মুজাহিদদের ট্রেনিং ক্যাম্পের দায়িত্বশীল, বিভিন্ন দেশ থেকে আসা যুবকদের কাকে কোথায় পাঠানো হবে সে সিদ্ধান্তও তিনি দিতেন, বিশেষ অপারেশনের জন্য কাকে গ্রহণ করা হবে কাকে হবে না তাও তিনি বাছাই করতেন, কোন ক্যাম্পে কতো জন থাকবে তার সংখ্যাও তিনিই নির্ধারণ করতেন। শায়খের সংস্পর্শে ছিলেন এমন এক ভাই আমাদেরকে বলেন যে নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যপারে তায়ালা তাকে বিশেষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তিনি এতটাই চতুর যে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকেও তিনি ঘোল খাইয়ে দিয়েছেন, তিনি তাদের চোখে ধুলা দিয়ে ইসরাইলে ঢুকে সফলভাবে অপারেশন পরিচালনা করা আবার নিরাপদে বেরিয়ে এসেছেন কিন্তু তারা তার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারেনি। আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে কাছে দোয়া করি যেন তিনি আবার তাকে মুক্ত করে আমাদের মুজাহিদদের মাঝে ফিরিয়ে আনুন। আমীন!
5 অনেক সময় দেখা যায় যে দায়িত্বশীলগণ যদি কারো থেকে কিছু গোপন রাখেন তাহলে কোন কোন অতি উৎসাহি ভাইয়েরা তাদের মাথা নষ্ট করে ফেলেন। বোকার মতো বলতে থাকেন, ‘আরে ভাই আমাকে বিশ্বাস করেন না! কসম করে বলছি আমি কাউকে বলবো না, আমাকে ঘটনাটি খুলে বলুন’। শুধু এতটুকুতেও তারা ক্ষান্ত হয় না, বরং যারা কিছু গোপন রাখে তাদের ব্যপারে অবিশ্বাস, সন্দেহ পোষণ ও আস্থাহীনতার অভিযোগ করতে আরম্ভ করে। অথচ বিষয়টি মোটেই তা নয় যা সে ভাবছে; তারা তার প্রতি নিখাদ আস্থা বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও তার ও তার ভাইদের নিরাপত্তার কারণেই যে কেবল তার থেকে বিশেষ কোন তথ্য গোপন করা হচ্ছে তা বুঝতেই চায় না। অতএব এমন বিষয়ে কখনো তথ্য গোপনকারী ভাইদেরকে দোষারোপ করা বৈধ নয়। লেখক এখানে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তার সাহাবাদের থেকে এমনকি স্বয়ং মুজাহিদদের থেকে তথ্য গোপন করার যে দলীল পেশ করেছেন তাতে কী প্রমাণিত হয়? সাহাবীদের কেউ কি রসুলকে একারণে দোষারোপ করেছেন? কিংবা তার তথ্য গোপন রাখা কি তার মহান আত্নত্যাগী সাহাবীদের প্রতি তার অবিশ্বাস প্রমাণ করে? কক্ষনোই নয়! অতএব হে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ভাইয়েরা! বিষয়টি নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবুন।

6 বরং তথ্য গোপন রাখার জন্য প্রয়োজনে নিজেকে হত্যা করে ফেলাও অনেক ক্ষেত্রে বৈধ। এ বিষয়ের উপর আত তিবইয়ান পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত ‘The Ruling Regarding Killing oneself to Protect Information’ নামে একটি খুবই চমৎকার বই রয়েছে। পাঠকগণ বইটি পড়ে নিতে পারেন।

২) তিনি মুখ ঢেকে আসেন।

7

৩) সাহাবীদেরকে তার নিজের হিজরতের পূর্বে হিজরত করার নির্দেশ প্রদান; অথচ আবু বকর রাঃ অনুযোগ করে বলেছিলেন ‘তারা আপনার অনুসারী! (কিভাবে তারা আপনাকে এই বিপদের মধ্যে রেখে চলে যাবে?)

৪) আবু বকর রাঃ এর পুত্র আব্দুল্লাহ রাতে তাদের সাথে সেই গোপন স্থানে থাকলেও দিন শুরুর পূর্বেই তাদেরকে রেখে আবার মক্কায় চলে আসতেন, যাতে কুরায়শরা ভাবে যে তিনি রাতেও মক্কাতেই ছিলেন। এবং কাফিররা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাঃ এর বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করে সে তথ্য সংগ্রহের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। আর রাতের আঁধার নেমে আসার সাথে সাথে তিনি চলে যেতেন সেই পাহাড়ের গুহায় যেখানে তারা লুকিয়ে থাকতেন এবং তাদেরকে সকল বিষয়ে অবহিত করতেন

8।

7 নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতুমের ভাষ্য অনুযায়ী মক্কার কাফিররা যখন ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করলো তখন জিবরীল আঃ কে পাঠিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরায়শের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তাকে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়। তিনি তার হিজরতের সময় নির্ধারণ করে দেন এবং তাকে সে রাতে নিজ বিছানায় ঘুমাতে নিষেধ করেন। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুপুরের সময় আবু বকর রাঃ এর সাথে সাক্ষাত করতে যান হিজরতের যাবতীয় বিষয় নির্ধারণ করার জন্য। আবু বকর রাঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অসময় আগমন এবং তার মুখ ঢাকা দেখে কিছুটা বিস্মিত হন। পরক্ষণেই তিনি জানতে পারেন যে অনুমতি এসে গেছে এবং তিনি প্রস্তাব করেন যে তারা দু’জন একত্রে হিজরত করবেন। যাত্রার সময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাঃ কে তরফ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে তার বিছানায় চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে বলেন। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘর থেকে বের হয়ে হাতে এক মুঠো ধুলা নিয়ে সূরা ইয়াসিনের নয় নাম্বার আয়াতটি পাঠ করে ঘাতকদের দিকে নিক্ষেপ করে তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন অথচ তারা কিছুই টের পেল না।
8 আর রাহিকুল মাখতুমের বর্ণনা মতে তারা শুক্র শনি ও রবি এই তিন রাত পর্যন্ত সে গুহায় আত্নগোপন করে থাকেন। আবু বকর রাঃ এর পুত্র আব্দুল্লাহ প্রতিদিন অন্ধকার নেমে আসার পর তাদের কাছে এসে মক্কার সর্বশেষ পরিস্থিতি তাদেরকে অবহিত করতেন; আবার ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই তিনি মক্কায় ফিরে এসে সবার সাথে এমনভাবে মিশে যেতেন যে তারা তার এই সব গোপন কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুই আঁচ করতে পারত না। এদিকে কুরায়শরা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাঃ এর তাদেরকে ফাকি দিয়ে চলে যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন তারা ভয়ানক ক্রোধ ও আক্রোশে ফেটে পড়লো। তারা রসুলের বিছানায় শুয়ে থাকা আলী রাঃ কে কাবার চত্ত্বরে ধরে এনে তাদের দুজন সম্পর্কে তথ্য বের করার জন্য তাকে বেদম প্রহার করল; কিন্তু তাতে কোনই লাভ হল না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ এর বর্ণনায় সহীহ আল বুখারীতে ৩৯০৫ নং হাদিসে হিজরতের যে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণীত রয়েছে সেখানে আমাদের এখানে আলোচিত প্রত্যেকটি বিষয় পাওয় যাবে

9। সে বর্ণনায় এও রয়েছে যে পথিমধ্যে সুরাকার
সাথে দেখা হলে রসুলল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন যে, ‘আমাদের বিষয়টি অন্যদের থেকে গোপন রেখো’।

সহীহ আল বুখারীতে ‘যুদ্ধ মানেই ধোঁকা’ শিরোনামে একটি স্বত্ন্ত্র্য অধ্যায়ই রয়েছে; আর উল্লেখিত এ হাদিসটি সে

9 আল কায়েদার সিনিয়র কমান্ডার সায়ফ আল আদল (তাকে রক্ষা করুন) এবং অন্য আরেক জন কাউনটার ইনটেলিজেন্স ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক আল আমান ওয়াল ইস্তিখারা নামক গ্রন্থে হিজরতের ঘটনা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়কে একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন-
১। আলী রাঃ কে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিই ওয়া সাল্লামের বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছিলো কাফের শত্রুদেরকে প্রতারিত করার জন্য।
২। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের কাছে আসেন দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার সময়ে যখন খুব কম মানুষই ঘরের বাইরে থাকে।
৩। তারা আবু বকর রাঃ এর ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সদর দরজা দিয়ে বের না হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন যাতে তাদেরকে কেউ দেখতে না পারে।
৪। তারা সরাসরি মদিনার দিকে না গিয়ে প্রথমে গিয়ে গুহায় আত্নগোপন করেন, শত্রুরা যদি মদিনার দিকে যাওয়ার রাস্তায় ওঁত পেতে থাকে তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য।
৫। তারা আত্নগোপনের জন্য যে গুহাটি বাছাই করেন সেটিও মদিনায় যাওয়ার দিকে ছিল না বরং গুহাটি ছিল অন্য দিকে, এর উদ্দেশ্য ছিল শত্রুরা যাতে তাদেরকে অনুসরণের ব্যপারে ধোঁকার মধ্যে পড়ে যায়।
৬। মক্কার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য আব্দুল্লাহ বিন আবু বকরের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।
৭। আসমা বিনতে আবু বকরের মাধ্যমে তাদের নিরাপদ রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছিলো।
৮। আব্দুল্লাহ ও আসমা বিনতে আবু বকরের পদচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য আমীর বিন ফুহায়রা এক অসাধারণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করত। তাদের দুজনের আসা যাওয়ার পর তাদের পদচিহ্নের উপর দিয়ে গাধার পাল চালিয়ে নিয়ে যেত যাতে তাদের পদচিহ্নগুলি একেবারে মুছে যায়।
৯। শত্রুদের হাতে গ্রেফতার এড়ানো এবং তাদেরকে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার জন্য তারা একাধারে তিন দিন পর্যন্ত গুহায় অবস্থান করেন।
১০। তারা তাদের এই গোটা সফর জুড়ে কাফেরদেরকে ধোঁকা দিয়ে যাওয়া এবং গোপনীয়তা বজায় অব্যাহত রাখেন। যেমন রসুলকে দেখিয়ে এক ব্যক্তি আবু বকরকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল যে ইনি কে? তিনি বলেছিলেন ইনি আমার গাইড বা পথ প্রদর্শক। লোকটি ভেবেছিল চলার রাস্তা প্রদর্শক অথচ তিনি বুঝিয়েছেন দ্বীনের দিকে পথ প্রদর্শক।
আর সব শেষে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাদের আত্নগোপনের গুহার অবস্থান সম্পর্কে কেবল আব্দুল্লাহ তার বোন আয়েশা ও আসমা রাঃ এবং তাদের ভৃত্য আমীর বিন ফুহায়রা ব্যতিত অন্য কেউ কিছুই জানত না।

[10] و [illegible] ‘Central Ignorance Agency’ CIA [illegible] **أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة** [illegible] The Art of war [illegible]

সে তার চারপাশের ঘটনা প্রবাহ তার বিরুদ্ধে চলে যাওয়া থেকে মোটেই নিরাপদ নয়।

11

ইমাম বুখারী রহঃ ‘যুদ্ধে মিথ্যা বলা’

12 নামে আরও একটি
অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন, আর এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন ইহুদী তাগুত কা’ব বিন আশরাফকে সাহাবায়ে কেরাম রাঃ কিভাবে হত্যা করেছিলেন। তারা তাকে মিথ্যা কথা বলে এমনভাবে বিভ্রান্ত

এমনই একটি মাস্টার পিস যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন জার্মান জেনারেল স্টাফ নেপোলিয়ন, এমনকি প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে অপারেশন Desert Storm এর পরিকল্পনাও এই বইয়ের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে এ বইটি থেকে কিছু কথা না বললেই নয়। এ বইতে গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে যে-
‘যে কোন আক্রমণের প্রধান কৌশল হল ‘হামলা করো এমন জায়গা থেকে যেখান থেকে তারা হামলার কথা চিন্তাই করে না, আঘাত করো এমন অবস্থায় যখন তারা প্রস্তুত নয়’। আর এমন আক্রমনের পরিকল্পনা কেবল তখনই সফল করা যায় যখন সকল কাজ গোপনীয়তার সাথে সম্পাদন করা যায়, সেনাবাহিনীর মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়। আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল, নিজেদেরকে এমন এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মধ্যে রাখতে হবে যাতে কিছুতেই শত্রুরা আমাদের শক্তি সামর্থ্য ও প্লান পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন অনুমান করতে না পারে। প্রয়োজনে নিজেদেরকে শক্তি সামর্থ্যহীন বুঝাতে হবে যাতে শত্রু পক্ষ গা ছাড়া ভাব দেখিয়ে হালকা ভাবে নেয়। শত্রু শিবিরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হবে। যখন তাদের কাছে পৌঁছে যাবেন বুঝাবেন এখনো অনেক দূরে আছেন, আর যখন দূরে থাকবেন বুঝাবেন আপনি একান্তই তাদের কাছে পৌঁছে গেছেন। তারা যদি ঐক্যবদ্ধ তাকে তাহলে তাদের মাঝে মতবিরধিতা তৈরি করুন। যুদ্ধকে সব সময়ই একটা ধোঁকা প্রতারণার বিষয় হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে, প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে ছদ্দাবরণে প্রকাশ করতে হবে, মিথ্যা গুজব ছড়াতে হবে। নিজেদের সম্পর্কে শত্রুকে ভুল তথ্যের উপর রাখতে পারলে তারা হিমশিম খাবে তাদের পরিকল্পনা তৈরি করতে, এতে তারা এমন জায়গায় আক্রমন করবে যেখানে আক্রমন করা দ্বারা তাদের শক্তি খর্ব হওয়া ছাড়া কিছুই লাভ হবে না, আর এমন জায়গা তারা অরক্ষিত রেখে দিবে যেখান থেকে তারা ভয়াবহ আক্রমনের শিকার হবে...। (সংক্ষিপ্ত আকারে নেয়া।)

11 ফতহুল বারী ৬/১৫৮

12 কারাবন্দী শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আযিয (তার মুক্তি তরান্বিত করুন) তার রচিত The Fundamental Concept Regarding Al- Jihad গ্রন্থে ‘শত্রুদের সাথে মিথ্যা বলা’ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন- ‘আমি এ অধ্যায়টিকে ‘যুদ্ধে মিথ্যা বলা’ নামে নামকরণ করিনি, কারণ শত্রুদের সাথে মিথ্যা কথা বলা যুদ্ধের সময় যেমন বৈধ তেমনি শান্তির সময়ও বৈধ। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত দলীলসমুহ প্রণিধানযোগ্য:
১। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাঃ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি। ক) যুদ্ধের সময় খ) মানুষের মধ্যে বিবাদ মিমাংসা করে দেয়ার জন্য গ) স্বামী স্ত্রীর একে অন্যের সাথে কথা বলা। (মুসনাদে আহমাদ ও আবু দাউদ; একই রকম বর্ণনা ইমাম তিরমিযী সংকলন করেছেন আসমা বিনতে ইয়াযিদের সুত্রে)
২। শান্তির সময়ে শত্রুর সাথে মিথ্যা কথা বলা অনেক কারণে বৈধ। যেমন এর দ্বারা যদি মুমিনদের দ্বীনী কিংবা দুনিয়াবী কোন কল্যাণ সাধিত হয়, অথবা

যে সে ভাবছিল যে সাহাবায়ে কেরামগন সত্যিই আল্লাহ্র রসুলের উপর চরমভাবে বিরক্ত, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাদের উপর আরপিত দান সাদাকা করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে তার সাথে তারা মিথ্যা মিথ্যি কথা বলতে থাকে যতক্ষণ না তারা তাকে সম্পূর্ণরূপে বাগে পেরেছিলেন এবং অতঃপর আল্লাহ্র এ দুশমনকে তারা হত্যা করে ফেলেন

13।

কুফফারদের ক্ষতি ও ষড়যন্ত্র থেকে মুমিনদেরকে হেফাযত করার জন্য যদি মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয়। এ বক্তব্যের পক্ষে দলীল হিসেবে রয়েছে সহীহ আল বুখারীতে ৩৩৫৮ নং হাদিসে বর্ণীত ইবরাহীম আঃ কর্তৃক মিথ্যা বলার ঘটনা। এরপর রয়েছে সহীহ মুসলিমে বর্ণীত আসহাবুল উখদুদের ঘটনায় দ্বীনদার আলিম কর্তৃক বালকটিকে যাদুকর ও পরিবারের কাছে মিথ্যা বলার উপদেশ দেয়ার ঘটনা। মুমিনদের বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য কাফিরদের কাছে মিথ্যা বলার অনুমোদনের ব্যপারে হাজ্জাজ বিন ইলাতের ঘটনাও শিঘ্রই আমরা ফুটনোটে উল্লেখ করব ইনশা ।

13 কা’ব বিন আশরাফ ছিল মদিনার এক কুখ্যাত ইহুদী। সে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতো, সে রসুলকে অপমান করে এবং মুসলিম নারীদেরকে নিয়ে অশ্লীল কবিতা রচনা করত, বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই তাকে হত্যা করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণীত রয়েছে। বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতুমে ঘটনাটি এভাবে বর্ণীত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে একত্রিত করে একদিন বলেন, কা’ব বিন আশরাফ তায়ালা এবং তার রসুলকে আহত করেছে, কে আছে যে তাকে হত্যা করতে পারবে? তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ, আব্বাদ বিন বিশর, আল হারিস বিন আওস, আবু আবস বিন হিবর এবং কা’ব বিন আশরাফের দুধ ভাই সালকান বিন সালামাহ স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তারপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বলেন, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন তার সাথে যে কোন ধরণের কথা বলার, তিনি বলেন, তুমি বল (যা তোমার বলা প্রয়োজন)। এরপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ কা’ব বিন আশরাফের কাছে এসে রসুলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এই ব্যক্তি দান সাদাকার নামে মানুষের অর্থ কড়ি নেয়া ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না, আর এটা আমাদেরকে আজ মারাত্নক কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এ কথা শুনে কা’ব বিন আশরাফ বলে যে, সম্যার আর দেখেছ কি, কসম সে তোমাদেরকে আরও ভয়াবহ সমস্যায় ফেলবে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তার উত্তরে বলেন যে, এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে যেহেতু আমরা একবার তার অনুসারীর খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছি, অতএব তার শেষ না দেখে ছাড়ছি না। যাই হোক শোন, আমি তোমার কাছে এসেছি কিছু অর্থ ধার নেয়ার জন্য। সে বললো, ঠিক আছে তা দেয়া যাবে, তবে বন্ধক হিসেবে কী রাখবে? তিনি বললেন, তুমিই বল তুমি কী বন্ধক চাও? পাষণ্ড হৃদয়হীন ইহুদী ঋণের বিপরিতে তাদের নারী শিশুদেরকে বন্দক হিসেবে রাখার দাবী জানালো। ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বললেন, আমরা কিভাবে তোমার কাছে আমাদের নারীদেরকে রাখতে পারি অথচ তুমি হলে আরবের সবচেয়ে হ্যান্ডসাম সুপুরুষ, তাছাড়া এমন কাজ করলে লোকেরা আমাদেকে ছিঃ ছিঃ করবে! আমাদের সন্তানদেরকে একথা বলে লোকেরা অপমান করবে যে, আমরা সামান্য কিছু ঋণের বিনিময়ে তাকে বন্ধক রেখেছিলাম! আমরা বরং তোমার কাছে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। কা’ব এ প্রস্তাবে সম্মত হয়। সালকান বিন সালামাহ ও আবু নায়লা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করে কমবেশি একই ধরণের কথাবার্তা বলে। আবু নায়লা তারপর এমনভাবে পরিকল্পনা সফল করে নিয়ে আসেন যে তিনি তার সাথে কথাবার্তা বলে বন্ধক দেয়ার জন্য তার কিছু

হাফেজ ইবনে হাজার এই হাদিসের ব্যখ্যায় তার ফতহুল বারী গ্রন্থে তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলার বৈধতা প্রসঙ্গে অন্য আরও একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে হাদিসটি ইমাম তিরমিযী রহঃ তার সুনানে উম্মে কুলসুম রাঃ এর বর্ণনায় সংকলণ করেছেন। এই তিনটি ক্ষেত্রের একটি হল যুদ্ধ। হাফিজ ইবনে হাজার রহঃ হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ঘটনাটিও সেখানে উল্লেখ করেছেন যেখানে দেখা যায় হাজ্জাজ ইবনে ইলাত তার

বন্ধুকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার কাছে আসার সম্মতি গ্রহণ করেন। অবশেষে তৃতীয় হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ রাতের বেলায় রসুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাম নিয়ে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন, আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সফলতার জন্য কাছে দোয়া করতে থাকেন।
তারা রাতের বেলায় গিয়ে তাকে ডাক দেন। তাদের ডাক শুনে সে নেমে আসে, যদিও তার স্ত্রী তাকে এই বলে সতর্ক করেছিল যে, ‘আমি কেমন যেন মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছি’। সে তাকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে এ তো শুধু মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আর আমার দুধ ভাই আবু নায়লা, তাছাড়া কোন ভদ্র লোককে রাতের বেলায় ডাক দিলে তার অবশ্যই সাড়া দেয়া উচিৎ তাতে যদি সে তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় তবুও। এদিকে আবু নায়লা তার সাথীদেরকে আগেই বলে রাখে যে আমি যখন ঘ্রান শোঁকার ভান করে তার মাথা ধরবো তখন তোমরা তোমাদের কাজ সেরে ফেলবে।
সে নেমে আসার পর তারা তার সাথে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন গল্প গুজব করে; তারপর তাকে তারা একটু বাহিরে গিয়ে চাঁদনী রাতে কিছু সুন্দর সময় কাটানোর আহবান জানায়। বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবু নায়লা তাকে বলে যে, আরে তোমার মাথা থেকে তো চমৎকার ঘ্রান আসছে! কা’ব উত্তরে বলে যে আমার এমন একজন রক্ষিতা আছে যে আরবের সবচেয়ে সুগন্ধিনি নারী। আবু নায়লা বলে আমি কি একটু তোমার মাথাটা শুঁকে দেখতে পারি? সে বলে, অবশ্যই, নাও শুঁকে দেখ, আবু নায়লা তার মাথা ধরে প্রথমে একবার শুঁকে ছেড়ে দেয়, একটু পর সে আবার তার মাথার ঘ্রান শোঁকার কথা বলে (চুল ধরে) তার মাথাটা নিচু করে ধরে তার সাথীদেরকে বলে যে, নাও এবার তোমাদের কাজ সেরে ফেল; তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেলে। সাহাবীদের দলটি তাদের মিশন সফল করে ফিরে আসে। অসতর্ক ভুলবশতঃ তাদের একজন সাথী হারিস বিন আওস তাদেরই তলোয়ারের আঘাতে আহত হন এবং তার রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তারা বাকিউল গারকাদ নামক স্থানে এসে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর ধ্বনি দেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তাকবীর শুনেই বুঝে ফেলেন যে তারা শত্রুকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে। তারা রসূলের কাছে এলে তিনি তাদেরকে বলেন তোমাদের চেহারা উজ্জল হোক! জবাবে তারাও বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আপনার মোবারক চেহারাও উজ্জ্বল হোক। অতঃপর তারা তার ছিন্ন মস্তক রসূলের কাছে হস্তান্তর করেন; রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সফলতার জন্য প্রশংসা করেন।
আমাদের খুব আশ্চর্য হওয়ার তেমন কোন কারণ নেই। কেননা, আমাদের এই জামানায়ও আফগানিস্তানের মুরতাদ তাগুত আহমাদ শাহ মাসউদকে হত্যার নিল নক্সাও উল্লেখিত হাদিসটিকে হুবহু অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছিলো। শায়খ উসামাহ বিন লাদেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ফ্রেঞ্চ ভাষায় পারদর্শী শ্বেতাঙ্গ দু’জন তিউনিসিয়ান ভাই সাংবাদিক সেজে তার ছবি তোলা ও সাক্ষাতকার গ্রহণের বাহানা ধরে তার কাছে আসা যাওয় আরম্ভ করে। সুক্ষভাবে তৈরী করা সাংবাদিক পরিচয়ের কাগজ পত্র, ফ্রেঞ্চ ভাষায় পারদর্শী হওয়া, গায়ের রং সাদা হওয়া ইত্যাদি সব মিলিয়ে তারা সে তাগুতের নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে এমনভাবে বোকা বানাতে সক্ষম হন যে তারা তাদেরকে সত্যিই ফ্রেঞ্চ সাংবাদিক ভাবতে বাধ্য হয়। তারা প্রথমে আহমাদ শাহ মাসউদ, তার নিরাপত্তারক্ষী ও তার কাছে থাকা অন্যান্য

[redacted][14]

[redacted]

[redacted]

[14] [redacted]

[illegible]

[illegible]

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

[illegible] **(**[illegible]**,** [illegible]**-**[illegible]**)**

[illegible]

দেবে, তাদের জান মাল কোরবানি করে পরিচালিত জিহাদকে বিফল করে দেবে।

15

শর’য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বৈধতা প্রমানিত হওয়ার পর এখন আমরা এর বাস্তব প্রয়োগের ব্যপারে কিছু আলোচনা করবো। সাবধানতা অবলম্বনের ব্যপারে লোকেরা উভয় দিকেই প্রান্তিকতার শিকার; একদল হয়তো সতর্কতার ব্যপারে এমন মারাত্নক উদাসীন যে বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না; অন্য দিকে একদল সতর্কতার নামে এমন বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে যে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে স্থবির হয়ে বসে আছে, ভীতি তাদের অন্তরে এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে তারা তাদের নিজ ছায়া দেখেও ভয়ে কেপে ওঠে, তারা মনে করে আশপাশের সব কিছু বুঝি শুধু তারই বিরুদ্ধে কাজ করছে। কাজ আরম্ভ করার প্রথম দিকে

15 আবু যুবায়দা সেন্টার থেকে প্রকাসশিত সিকিউরিটি এনসাইক্লোপিডিয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, উপায় উপকরণ অবলম্বন করলেই যে সফলতা আসবে বিষয়টি মোটেই তা নয়; এটা খুবই ভয়াবহ ব্যাপার যে অনেকে কেবল উপায় উপকরণের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আমাদের মনে রাখা চাই যে আমরা উপায় উপকরণ অবলম্বন করি এ কারণে যে তায়ালা আমাদেরকে গুরুত্বের সাথে উপায় উপকরণ অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন এবং উপায় উপকরণ বাস্তবেও একটা ভুমিকা রাখে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে কোন ভাই যদি সঠিকভাবে নিরাপত্তা রক্ষার পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে তাহলে ইচ্ছায় তাকে গ্রেফতার করাটা মোটেই সহজ বিষয় নয়। সুরা আল মায়িদার ৬৭ নং আয়াত ‘(হে নবী) তা’য়ালাই আপনাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন’ এ আয়াতের ব্যখ্যায় ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেন, তরফ থেকে তার রসূলের জন্য এই নিরাপত্তা ঘোষণার সাথে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে নীতিগতভাবে কোন বৈপরীত্য নেই। ঠিক যেমন কোন সংঘর্ষ নেই দ্বীনকে বিজয়ী করার ব্যপারে তায়ালার ঘোষণা ও আমাদের প্রতি জান মাল কোরবানি করা, প্রস্তুতি গ্রহণ করা, শত্রুদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা ও জিহাদের নির্দেশ দানের মধ্যে। (যাদুল মাআদ ৩/৪৮০)
আমাদের মনে রাখতে হবে যে তায়ালা যেমন হুকমুশ শরয়ী বা ইসলামিক বিধি বিধান প্রণয়ন করেছেন তেমনি তিনিই প্রণয়ন করেছেন হুকমুল কাওনী বা প্রাকৃতিক বিধি বিধান। শরয়ী বিধানে যেমনি তিনি আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন সতর্কতা অবলম্বন করতে, একইভাবে তায়ালা তার প্রাকৃতিক বিধানে এই নিয়ম রেখেছেন যে সতর্কতা অবলম্বন করলে তার ইচ্ছায় এর একটা ফলাফল আছে। ঠিক যেমন গাছের ফল খেতে চাইলে আগে বীজ বপন করে তার যত্ন নিয়ে তারপর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। একইভাবে কোন গোয়েন্দা সংস্থাকে ফাঁকি দিতে হলে কিংবা সফলভাবে কোন অপারেশন পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই সম্ভাব্য সকল সতর্কতা অবলম্বন করে তার পর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। এ প্রসঙ্গে চমৎকার একটি হাদিস সংকলন করেছেন ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবনে হিব্বান একে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন; হাদিসটি হল এক ব্যক্তি এসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি কি উট বেঁধে রাখবো নাকি উপর তাওয়াক্কুল করব? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্ললাম তাকে বলেন, প্রথমে উট বাঁধবে তারপর উপর তাওয়াক্কুল করবে। অতএব, হে আমাদের প্রান প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা অবশ্যই প্রথমে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন তারপর উপর তাওয়াক্কুল করবেন। ইমাম তাবরানী হাসান সনদের অন্য একটি হাদিস সংকলন করেছেন যেটিতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার উপর যা আসা নির্ধারিত হয়ে আছে তা কখনো তোমার উপর থেকে সরে যাবে না, আর যা তোমার উপর আসার নয় তা কখনো তোমার উপর আসবে না।

[illegible]

[illegible][16] [illegible]

[illegible]

[16] [illegible]

‘[illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible]

ধরণের প্রযুক্তি এসেছে যার সাহায্যে মানুষের কণ্ঠস্বর সনাক্ত করা যায়, মিথ্যা শনাক্তকারী মেশীনের সাহায্যে কেউ মিথ্যা বললে তাও ধরে ফেলা যায় এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার সকল ফোনের কথোপকথন রেকর্ড করা হয়... ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা শুনে মনে হয় যেন তারা ব্যপক গন বিধ্বংসী অস্ত্রের বিষয়ে কথাবার্তা বলছিল। এসব হাইপোথেটিক চিন্তা করে গোয়েন্দাদের কাছে তারা মিথ্যা কথা বলাকে সমীচীন মনে করে না।

বুঝি না এর চেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি আর কি হতে পারে যে আল্লাহ্র শত্রুরা তাকে শনাক্ত করতে পেরেছে এবং তারা এও বুঝতে পেরেছে যে সে তাদের কাছে মিথ্যা বলছে। নাকি সে তাদের থেকে নিরীহ সাধারণ ও অমায়িক ভদ্রলোক হওয়ার সার্টিফিকেট চায়! নাকি সে মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করছে সেই সব লোকদের কাছে যারা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতক ও পথভ্রষ্টকারী!

18 তার এই মিথ্যা হয়তো আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াহ
জিহাদকে আল্লাহ্র শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারতো, তাকে ও তার দ্বীনী ভাইদেরকে তাদের যুলুম অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারতো পক্ষান্তরে আল্লাহ্র শত্রুদের এই জঘন্য মিথ্যাচার তো দ্বীনের দাওয়াহকে বন্ধ ও জিহাদকে উৎখাত করার জন্য; তার দ্বীনী ভাইদের উপর দমন পীড়ন ও যুলুম নির্যাতন চালানোর জন্য।

হল আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও আল্লাহ্র শত্রুদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করা, তাদেরকে খুব ভয় করা এবং তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে বোকার মতো অপ্রয়োজন অতি বাড়াবাড়ি করার পরিণাম।

এতো গেল আমাদের এক শ্রেনীর ভাইদের অবস্থা, অন্য দিকে রয়েছে আমাদের সে সব ভাইয়েরা যারা সাবধানতা অবলম্বন ও নিরাপত্তা ইস্যুকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। দেখা যায় যে তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও স্থানের নাম, সংগঠনের সদস্যদের নাম ঠিকানা, তাদের পরিকল্পনা, তাদের অর্থের উৎস, খরচের খাত ইত্যাদি সব কোন রকম সিকিউরিটি কোড ছাড়াই প্রকাশ্যে ও সাধারণ বোধ্য ভাষায় বিস্তারিত লিখে রাখে; অথচ আমরা তথ্য প্রযুক্তির এমন উন্নতির যুগে বাস করছি

18 কাছে সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট জীব হল সেই সব মুক ও বধীর লোকেরা যারা সাথে কুফরী করে এবং তাই তারা ঈমান আনয়ন করে না। (সুরা আল আনফাল আয়াত ৫৫)

[illegible]

[illegible][19] [illegible]

[illegible][20]

[19] [illegible] *[illegible]* [illegible]

[20] [illegible]

আমি জানি না তার মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হতো যদি সে আফগানিস্তানের সেই দৃশ্য দেখত যখন সাপের গর্তে ভরা এবং দুজন মানুষের জন্য জায়গা হয় না এমন সংকীর্ণ গুহার মধ্য তার অনেক মুজাহিদ ভাইদেরকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে।

সত্যিই এমন ব্যক্তিকে ভর্তসনা করাটা কোন অন্যায় নয় যে দুর্দশায় হওয়ার একমাত্র কারণ হল আল্লাহ্র রসুলের জীবনী সম্পর্কে
তার অসচেতনতা, আরাম আয়েশের মধ্যে ডুবে যাওয়া, দ্বীনের জন্য একজন সত্যিকার মুজাহিদ হিসেবে সৈনিক সুলভ জীবন যাপন থেকে দূরে থাকা এবং দুনিয়াদার সাধারণ মানুষদের মতো তাগুতদের প্রচারিত তথাকথিত নিরাপদ জীবনের কুহেলিকায় ডুবে থাকা।
কঠোর পরিশ্রম, ত্যগ তিতিক্ষা ও সাধনা করে সফলতার দ্বার প্রান্তে আনা অনেক পরিকল্পনা কেবল এই অসতর্কতা, অসাবধানতা ও বেখেয়ালীপনার কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে হতাশার মধ্যে ফেলেছে; সাথে আল্লাহ্র শত্রুদের জন্য এ ঘটনা বয়ে এনেছে এক মহা আনন্দ বার্তা, তারা এটাকে ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে’ তাদের নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরাট সাফল্য হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরছে। অথচ বাস্তবে বিষয়টি হয়তো মোটেই তা নয়, এই ব্যর্থতা শত্রুদের গোয়েন্দাদের কোন সফলতা ছিল না, বরং এটা ছিল

এখন স্বয়ং নিশ্চিত করবেন। কিন্তু সত্য হল এই যে রব্বুল আলামিনের উপর তাওয়াক্কুলের প্রথম দাবীই হল তাঁর হুকুম মাফিক সতর্কতা অবলম্বন করা। যদিও আমরা একথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে আমাদের উপর যা কিছু আপতিত হওয়ার তা হবেই। রসূলের হিজরতের ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। নিজের কিংবা সাথী ভাইদের জেলে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ভয় উদাসীন বা ড্যাম-কেয়ার ভাব হওয়াটা ভয়াবহ এক আত্নঘাতি ভুল। সে নির্ভীক হওয়ার একটি গুন অর্জন করার সাথে সাথে সাথী ভাই, সংগঠন ও নিজেকে অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো ভয়াবহ ত্রুটিও অর্জন করেছে।
তাগুতী গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য সব চেয়ে আনন্দদায়ক খুশির বিষয় হল কোন মুজাহিদ ভাইকে গ্রেফতার করতে পারা; আর যে কারণে তারা পা থেকে মাথা পর্যন্ত তেলে বেগুনে জলে ওঠে তা হল তাদের হাত থেকে কোন মুজাহিদ ভাই ছুটে যায়, কিংবা কোন ভাই যখন তাদের চোখে ধুলা দিয়ে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে কিংবা জিহাদের ময়দানে চলে যায়। অতএব আপনার সতর্কতামূলক নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহণ শত্রুদের মধ্যে রাগ ও ক্ষোভের সঞ্চার করে, আর একারণে আপনি এমনিতেই তরফ থেকে পুরস্কার পেতে থাকবেন; কেননা তায়ালা বলেছেন- ‘ পথে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে তারা যতটুকু কষ্ট পাবে, যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা কাফেরদের ক্রোধের উদ্রেক করবে এবং কাফিরদেরকে আহত করবে অবশ্যই তার বিনিময়ে একটি নেক আমল তাদের জন্য লিখে দেয়া হবে... (সুরা আত তাওবা আয়াত ১২০)

ভাইদের অসতর্কতা, অসাবধানতা ও নিরাপত্তা ইস্যুকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

21

আমার সত্যি কষ্ট হয় যখন দেখি অনেক যুবকেরা এ বিষয়ে উপদেশ গায়ে মাখে না, অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না

22 এবং একই
ভুল বারবার করতে থাকে; আর একারণে একই পরিণতির শিকার হয়।

23

এদের কেউ যখন জিহাদে অংশগ্রহণ করার নিয়ত করে এবং এ উদ্দেশ্যে যদি কিছু অস্ত্রশস্ত্র এদের হস্তগত হয় তাহলে সে অন্যদের কাছে কেবল অস্ত্রের কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার লক্ষ উদ্দেশ্য ও জিহাদের পরিকল্পনা ইত্যাদি বলতে গর্ব বোধ করে। তারপর যখন আকস্মিকভাবে তাকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কিংবা তার বাড়ি রেইড দেয়া হয় তখন সে ভাবে কিভাবে তার পরিকল্পনা তারা জেনে গেলো!

এটা সত্যিই দুঃখজনক যে আমরা দ্বীনী বিষয়ে যে নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করতে পারি না, দেখা যায় দুনিয়াবী বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন সে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে।

24 সশস্ত্র সংগঠনের নিয়ম
শৃঙ্খলা মেনে চলা, গোপন সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ

21 লেখকের এ বক্তব্যটি আসলেই স্বর্নালী অক্ষরে লিখে রাখার মতো। নিরাপত্তা ইস্যুতে উদাসীন ও অতি বাড়াবাড়ি উভয় প্রান্তিকতার শিকার লোকদের শিক্ষার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অতএব বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে একটু ভেবে দেখুন।

22 আবু যুবায়দা সেন্টার থেকে প্রকাশিত সিকিউরিটি এনসাইক্লোপিডিয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, ‘স্মার্ট হল সে যে অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। সাথী ভাইদের ব্যপারে শত্রুদেরকে তথ্য দেয়া যেমন হারাম তেমনি এই নিরাপত্তা ইস্যুকে উপেক্ষা করাও হারাম। কারণ এই নিরাপত্তা ইস্যুকে অবহেলা ও উপেক্ষা করার কারণেই আপনি হয়তো বাধ্য হবেন- আপনাকে বাধ্য করা হবে শত্রুদের কাছে সাথী ভাইদের তথ্য প্রদান করতে। শত্রুরা আসলে এভাবেই একজনকে গ্রেফতার করে তার থেকেই অন্যদের সম্পর্কে তথ্য আদায় করে; অন্যথায় আপনিই বলুন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে তারা কিভাবে একজন মানুষকে আলাদা করে চিহ্নিত করে! নিশ্চয়ই তারই কোন ভাই শত্রুদেরকে তার কথা বলে দিয়েছে।

23 এ বিষয়ে রসূলের পথনির্দেশ হল সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণীত হাদীস, যেখানে তিনি বলেন, ‘প্রকৃত মুমিন কখনো একই গর্ত থেকে দু’বার দংশিত হয় না’। আমাদের চার জন অনুবাদক ভাই সহ আরও অনেক ভাই শত্রুদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর এই হাদিসটিকেই আমরা আমাদের এই প্রজেক্টের মুল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমরা কাছে দোয়া করি তায়ালা যেন তাদের কষ্ট লাঘব করে দেন, তাদের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করে দেন, তাদের উৎসাহ উদ্দিপনা আরও বাড়িয়ে দেন, তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করেন, তাদের চেহারাকে উজ্জ্ল করেন, তাদের অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন এবং তাদের ঈমান হেফাযত করেন- আমীন!!! আর সাথে সাথে আমরা স্বরণ করতে চাই আল কুরআনের সেই আয়াত যেখানে তায়ালা বলেন, ‘তুমি বল, তায়ালা আমাদের জন্য যা অবধারিত করে রেখেছেন তা ছাড়া কখনই আমাদের উপর কিছু আপতিত হবে না, তিনিই আমাদের মাওলা, ঈমানদারদের উচিৎ একমাত্র উপরই ভরসা করা। (সুরা আত তাওবা, আয়াত ৫১)

করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা অনেক সচেতন। আপনি দেখবেন কোন অপারেশন চালানোর ক্ষেত্রে তারাও চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখে, তারা কাউকে কিছু জানায় না, এমনকি স্বয়ং যারা অপারেশন চালাবে তাদেরকেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কিছুই বুঝতে দেয়া হয় না। অপারেশনে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কেও কাউকে কিছু টের পেতে দেয় না, এমন কি কোথায় অপারেশন চালাবে তাও জানানো হয় কেবল অপারেশনের একান্ত পূর্ব মুহূর্তে। যারা অপারেশন চালায় তারা পর্যন্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কিছুই জানে না, অপারেশন বাস্তবায়নের জন্য ঠিক যতটুকু না জানলেই নয় ঠিক ততটুকুই কেবল জানে। তারা জানে না অর্থায়ন কে করে, অস্ত্র কোত্থেকে আসে, অস্ত্রের মজুদ কোথায়, কে এটা আমদানি করেছে, কে বহন করে এনে দিয়েছে, অন্য সদস্যরা অন্য কোথাও আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না। এ ধরণের প্রতিটি স্তর হল একেকটা নিরাপত্তা চাদর; এসব বিশেষ তথ্যের ব্যপারে সংগঠনের কোন সদস্যের উচিত নয় অযাচিত প্রশ্ন করা কিংবা অনধিকার চর্চা করা। যে ব্যক্তি তার নিজ সামরিক কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে সে কিছুতেই এ ধরণের স্পর্শকাতর তথ্য যাকে না জানালেই নয় তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিতে পারে না। একারণে দেখা যায় এই ধরণের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেসব অপারেশন পরিচালনা করা হয় তার ব্যর্থতার আনুপাতিক হার খুবই কম। অন্য দিকে দেখা যায় সশস্ত্র সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোরতা সম্পর্কে কোন রকম ধারণা না নিয়ে দরবেশ গোছের বোকা ও নির্বোধ লোকেরা এসব সংগঠনে যোগ দিয়ে এমন ভয়াবহ রকম আত্নঘাতি ভুল করে বসে যে তার কারণে গোটা সংগঠনের কার্যক্রম ও এর সদস্যদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে যায়। অথচ নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ, সাবধানতা অবলম্বন ও গোপনীয়তা বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গোটা মানবজাতির সামনে মুসলিমদের হওয়া উচিত ছিল অনুসরনীয়

24 এসব সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক ও (মুসলমান নামধারী) মুরতাদ শাসকদের অনুগত সকল দেশের সামরিক বাহিনী। এছাড়া আরও রয়েছে জাতিয়তাবাদী, স্বাধীনতাকামী, মার্ক্সবাদী, মাওবাদী, বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহী গ্রুপ সহ আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রসমূহ। সিকিউরিটি এনসাইক্লোপিডিয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে- ‘এটা সত্যিই লজ্জাজনক ও দুঃখের বিষয় যে তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য নিবেদিত মাফিয়া চক্রের সদস্যদেরকেও নিরাপত্তা ও সাবধানতার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের ভাইদের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ অভিজ্ঞ ও সতর্ক দেখা যায়। অথচ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে আমাদেরই উচিৎ গোটা পৃথিবীর সামনে উদাহরণ স্থাপন করা। কেননা স্বয়ং তায়ালা আমাদেরকে তাঁর কুরআনে ও তাঁর রসূলের জবানে সতর্কতা অবলম্বনের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর একজন মুজাহিদ কখনোই শত্রুর আক্রমন থেকে শঙ্কামুক্ত নয়; অতএব যে সম্ভাব্য সকল ধরণের সাবধানতা অবলম্বন করে তারপর দৃঢ় ঈমানের সাথে সাহায্য চায় সে উত্তম না কি যে উদাসীনভাবে ঘুরে বেড়ায় সে উত্তম!

চূড়ান্ত কথা হল সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনকে যেমন মোটেই উপেক্ষা সুযোগ নেই তেমনি অতি সতর্কতার নামে আল্লাহ্র পথে জিহাদ
ছেড়ে দিয়ে স্থবির হয়ে বসে থাকারও কোন সুযোগ নেই। বরং সকল ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত মধ্যম পন্থা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়। এ
পথের সঙ্গীদেরকে জিহাদের রক্ত পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিতেই হবে;
অতএব তাদের শত্রুদের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে শিথিলতা ও বাড়াবাড়ির উভয় প্রান্তিকতাকে পরিহার করে যথাযথ নিরাপত্তামুলক সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের কোন বিকল্প নেই।

কাছে দোয়া করি যেন তিনি তার বন্ধুদের বিজয় দান করেন এবং তা শত্রুদের লাঞ্ছিত করেন।

ُم َون

اس الَ يَ ْعلَ

ِ

َر النَّ

كْثَ

ن َأ

ْم ِر ِه َ ولَكِ َّ

َأ

ُه َ غالِ ٌب َ علَى

َّ

َوالل
তায়ালা তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সব সময়ই বিজয়ী, যদিও অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (সুরা ইউসুফ, আয়াত ২১)